গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
জেলা পরিষদ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.lgd.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

নম্বর : ৪৬.০০.৪১০০.০৪২.৯৯.০৪৫.১৯.**২৯৭**

তারিখ: ২৬ মাঘ ১৪২৮ / ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২২

বিষয় : যশোর জেলা পরিষদের প্রশাসনিক ও উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে অভিযোগের তদন্ত প্রতিবেদন।

সূত্র : ১. জেলা পরিষদ শাখা, স্থানীয় সরকার বিভাগের স্মারক ৪৬.০০.৪১০০.০৪২.৯৯.০৪৫.১৯৪১, তারিখ: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২১।
২. অডিট অধিশাখা, স্থানীয় সরকার বিভাগ এর স্মারক ৪৬.০০.০০০০.০৪৭.০০.০০৫.২১.০৬০, তারিখ: ২৮ ডিসেম্বর ২০২১।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে যশোর জেলা পরিষদের প্রশাসনিক ও উন্নয়ন কার্যক্রমে আনীত অভিযোগসমূহ তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের যুগ্মসচিব (অডিট)-কে আহ্বায়ক করে ৩(তিন) সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি কর্তৃক দৈবচয়নের ভিত্তিতে ২০১৬-১৭ হতে ২০২১-২১ অর্থ বছরে যশোর জেলা পরিষদ কর্তৃক বাস্তবায়িত স্কিমসমূহ পর্যালোচনা করা হয়। এছাড়া, রাস্তার পাশে জমির ইজারা প্রদান, বিভিন্ন অনুদান প্রদান, রাজস্ব আয়-ব্যয় ও বিবিধ কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়। সার্বিক পর্যালোচনায়, নিম্নবর্ণিত অনিয়মগুলো চিহ্নিত করা হয়:

(ক) ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে 'সদর উপজেলায় কাঠালতলা জামে মসজিদ ও কাঠালতলা ঈদগাঁ উন্নয়ন' শীর্ষক স্কিম বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের অনুকূলে মোট ৮,০১,৬৩৯.০০ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে মসজিদের কাজ এখনও শুরু হয়নি। এ বিষয়ে ঠিকাদারের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি;

(খ) ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে 'মনিরামপুর উপজেলার রাজগঞ্জ বাজারে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল এর প্লাটফর্ম নির্মাণ' শীর্ষক স্কিমে প্লাটফর্মের মেঝে ও দেয়াল টাইলস্করণের জন্য ২,০৪,৪৯৭.০০ টাকা ঠিকাদারের অনুকূলে বিল প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু, উক্ত স্কিমে টাইলস্ এর কোন কাজ করা হয়নি;

(গ) ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে 'বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও কম্পিউটার সরবরাহ' বাবদ প্রায় ৯.০০(নয়) লক্ষ টাকা এর বিল ঠিকাদারের অনুকূলে পরিশোধ করা হয়। কিন্তু, নির্ধারিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের অন্যতম সাদীপুর উপজেলার সাদীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোন মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও কম্পিউটার সরবরাহ করা হয়নি;

(ঘ) মনিরামপুরে অডিটরিয়াম-কাম-মাল্টিপারপাস হল নির্মাণ এবং অডিটরিয়ামের সামনে পার্কিং এলাকায় মার্কেট নির্মাণের উপযোগী কলাম নির্মাণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার বিভাগের কোন অনুমোদন গ্রহণ করা হয়নি;

(ঙ) বিভিন্ন ব্যক্তিকে অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও চেক গ্রহীতার স্বাক্ষরে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়েছে;

(চ) বিভিন্ন করোনা সামগ্রী বিতরণের ক্ষেত্রে মাস্টার রোল সংরক্ষণ করা হয়নি;

(ছ) সড়কের পাশে যশোর জেলা পরিষদের ৫৭৫টি গাছ কর্তন ও বিক্রয়ের লক্ষ্যে দরপত্রে মেসার্স রফিকুল এন্টারপ্রাইজ সর্বোচ্চ দরদাতা ছিল। কিন্তু, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত প্রতিষ্ঠান সমুদয় অর্থ পরিশোধ করেনি। প্রায় ২৬,৭৩,২৬৬.০০টাকা বকেয়া রেখে কোন কার্যাদেশ ব্যতীত উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গাছসমূহ কর্তন করা হয়। উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত একটি পে-অর্ডার জেলা পরিষদের সংশ্লিষ্ট কোন কর্মচারী কর্তৃক জাল স্বাক্ষরপূর্বক নগদায়ন করা হয়েছে। কিন্তু, এ বিষয়ে এ যাবৎ কোন মামলা রুজু করা হয়নি।

২। উল্লেখ্য, সরকারি সম্পদ আত্মসাৎ, সরকারি সম্পদ যথাযথ বিধি বিধান না মেনে ব্যবহার করা হলে, রাষ্ট্র কর্তৃক উক্ত অনিয়মের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

৩। এমতাবস্থায়, তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লিখিত বিষয়গুলোর ব্যাপারে **আগামী ১৫(পনের) কার্যদিবসের মধ্যে** দফাওয়ারি লিখিত জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: তদন্ত প্রতিবেদনের ছায়ালিপি।

৯.২.২০২২

মোহাম্মদ তানভীর আজম ছিদ্দিকী
উপসচিব
ফোন: +৮৮০২২২৩৩৫৫৫৬৮
Email-lgzp@lgd.gov.bd

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
জেলা পরিষদ, যশোর।

অনুলিপি:

১. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন অনুবিভাগ), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. যুগ্মসচিব (প্রশাসন অধিশাখা), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (পত্রটি ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য)।

স্থানীয় সরকার বিভাগ
সিনিয়র সচিবের দপ্তর
১) অতিরিক্ত সচিব
২) মহাপরিচালক
৩) যুগ্মসচিব
৪) যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা)
১) প্রশাসন
২) নগর উন্নয়ন
৩) উন্নয়ন
৪) পানি সরবরাহ (পাস)
৫) উপজেলা অধিশাখা
৬) ইউপি অধিশাখা
৭) অডিট অধিশাখা
৮) আইন অধিশাখা
ডায়েরি নম্বরঃ
তারিখঃ ৩০/১/২২
স্বাক্ষর

স্থানীয় সরকার বিভাগ
অডিট অধিশাখা

বিষয়: যশোর জেলা পরিষদের প্রশাসনিক ও উন্নয়ন কার্যক্রম-সংক্রান্ত তদন্ত প্রতিবেদন

সূত্র: স্থানীয় সরকার বিভাগের স্মারক ৮৬.০০.০০০০.০৪২.৯৯.০৪৫.১৯.১৯৪১; তারিখ ১৫-০৯-২০২১

সূত্রোক্ত স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে তিন-সদস্যের একটি কমিটি যশোর জেলা পরিষদের প্রশাসনিক ও উন্নয়ন কার্যক্রম সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে (কার্যপরিধির আওতাভুক্ত) তদন্ত সম্পন্ন করে।

২। তদন্ত প্রতিবেদনটি এতদ্‌সঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত: বর্ণনা মোতাবেক- ১০ পৃষ্ঠা

(মোঃ নাজমুল হুদা সিদ্দিকী)
যুগ্মসচিব
ও
তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক

সিনিয়র সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ

অবগতির জন্য অনুলিপি:

১। পরিচালক, স্থানীয় সরকার, খুলনা
২। উপসচিব (প্রশাসন-১), স্থানীয় সরকার বিভাগ
তদন্ত কমিটির সদস্য

নম্বর: ৪৬.০০.০০০০.০৪৭.০০.০০৫.২১.০৬০ তারিখ: ২৮/১২/২০২১

অতিঃ/যুগ্ম সচিব-প্রশাসন/উপজেলা/অডিট
নম্বর ৬০৮ তারিখ ২/১/২২
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)

ডায়েরি নং ১৪৪১ তারিখ ২/১/২২
উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব
(প্রশাসন-১/প্রশাসন-২/সমন্বয়ও কাউন্সিল/জেপ)
যুগ্মসচিব(প্রশাসন)

ডাইরী নং- ১৩
তারিখ: ২/১/২০২২
উপসচিব
জেলা পরিষদ অধিশাখা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
(অডিট অধিশাখা)
www.lgd.gov.bd

স্মারক নং ৪৬.০০.০০০০.০৪৭.০০.০০৫.২১.০৬০ তারিখঃ ২৮.১২.২০২১ খ্রি:।

বিষয়: যশোর জেলা পরিষদের প্রশাসনিক ও উন্নয়ন কার্যক্রমে বিভিন্ন অনিয়ম এর বিষয়ে তদন্ত প্রতিবেদন।

সূত্র: স্থানীয় সরকার বিভাগের স্মারক নং- ৪৬.০০.৪১০০.০৪২.৯৯.০৪৫.১৯.১৯৪১; তারিখ : ১৫.সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রি. ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোল্লিখিত স্মারকের নির্দেশনা মোতাবেক গঠিত কমিটি কর্তৃক গত ০৯.১১.২০২১ খ্রি. তারিখ হতে ১১.১১.২০২১ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ০৩ দিন যশোর জেলা পরিষদে তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। তদন্তকালে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ পর্যালোচনা ও যাচাই করা হয়ঃ

(১) ২০১৬-১৭ অর্থবছর হতে ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত এডিপি ও রাজস্ব তহবিলের প্রকল্প নথি পর্যালোচনা;
(২) দৈবচয়নের ভিত্তিতে প্রকল্প পরিদর্শন;
(৩) রাস্তার পাশের জমি ইজারা ও জায়গা পরিদর্শন;
(৪) জেলা পরিষদ হতে অনুদান প্রদান;
(৫) করোনাকালীন অনুদান;
(৬) রাস্তার পাশের গাছ বিক্রয়;
(৭) আয়-ব্যয় এবং
(৮) বিবিধ।

২। পর্যালোচনা :

(১) প্রকল্প নথি পর্যালোচনা :

এডিপি (২০১৬-১৭ থেকে ২০২০-২১) :

ক্রম	অর্থ বছর	মোট প্রকল্প সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্প সংখ্যা	মোট বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	৩০ অক্টোবর ২০২১ পর্যন্ত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	ভৌত অগ্রগতি	আর্থিক অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	২০১৬-১৭	৪১৯	৪০০	৭৪৫.০০	৬২২.২০৫	৯৫.৪৫%	৮৩.৫১%
২	২০১৭-১৮	৫১২	৪৯৯	৮০৩.১০	৭১৩.১১৪	৯৭.৪৬%	৮৮.৭৮%
৩	২০১৮-১৯	৪৬১	৪৩৫	১০২৩.৫৯	৬৯১.৫২২	৯৪.৩৬%	৬৭.৫৬%
৪	২০১৯-২০	৩৬৬	১৬৩	৮৩৬.০০	৪১১.০১৭	৪৪.৫৩%	৪৯.১৬%
৫	২০২০-২১	১৯৬	২	৫৮১.০০	১২১.৭০	১.০২%	২০.৯৫%

রাজস্ব (২০১৬-১৭ থেকে ২০২০-২১)

ক্রম	অর্থ বছর	মোট প্রকল্প সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্প সংখ্যা	মোট বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	৩০ অক্টোবর ২০২১ পর্যন্ত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	ভৌত অগ্রগতি	আর্থিক অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	২০১৬-১৭	৪৭	৪৩	৬০.০০	৫৪.৪৪	৯১.৪৯%	৯০.৭৩%
২	২০১৭-১৮	৩১	২৯	৫২.০০	৪৪.২৮	৯৩.৫৫%	৮৫.১৫%
৩	২০১৮-১৯	২৩	১৮	১৩০.৩০	৬৫.৬১২	৭৮.২৬%	৫০.৩৫%
৪	২০১৯-২০	১২	৩	৪৫.০০	১৮.৬০	২৫%	৪১.৩৩%
৫	২০২০-২১	১	১	২১.১০	২১.১০	১০০%	১০০%

(২) দৈবচয়নের মাধ্যমে প্রকল্পের নথি পর্যালোচনা :

(ক) প্রকল্পের নাম : কেশবপুর ডাকবাংলো উন্নয়ন ও ডাকবাংলোর ভিতরের রাস্তা নির্মাণ প্রকল্প।

অর্থ বছর : ২০১৬-২০১৭

প্রকল্প অনুমোদন : ২২.০৮.১৭ খ্রি.

দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং : ২/২০১৭-১৮ (ই-টেন্ডারে LTM পদ্ধতিতে দরপত্র আহবান করা হয়)

দরপত্র আহবানের তারিখ : ০২.১১.২০১৭ খ্রি.

মোট সিডিউল বিক্রয় হয় : ৪৭ টি

দরপত্র জমা হয় : ৪৫ টি

নির্বাচিত ঠিকাদার : মেসার্স মোর্তোজা ট্রেডার্স, মুজিব সড়ক, সদর, যশোর।

চুক্তি সম্পাদন করা হয় : ২১.১২.২০১৭ খ্রি.

কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ : ২৬.১২.২০১৭ খ্রি.

প্রাক্কলিত মূল্য : ১২,০০,০০০/- টাকা

চুক্তি মূল্য : ১১,৪০,০০০/- টাকা

চুড়ান্ত বিল প্রদানের তারিখ : ১৫.০৩.২০১৮ খ্রি.

নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় এ প্রকল্পের আওতায় ০২ টি ২ টনের এসি সরবরাহের কার্যাদেশ আছে, সরবরাহ করা হয়েছে কিন্তু কার্যাদেশ অনুযায়ী কারিগরি কমিটি কর্তৃক এসি গ্রহণের কোনো প্রত্যয়ন নথিতে সংরক্ষণ করা হয়নি।

(খ) প্রকল্পের নাম : সদর উপজেলায় কাঠালতলা জামে মসজিদ ও কাঠালতলা ঈদগা উন্নয়ন।

অর্থ বছর : ২০১৬-২০১৭

প্রকল্প অনুমোদন : ২২.০৮.১৭ খ্রি.

দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং : ৮/২০১৭-১৮ (ই-টেন্ডারে OTM পদ্ধতিতে দরপত্র আহ্বান করা হয়)

দরপত্র আহবানের তারিখ : ০৫.০৪.২০১৮ খ্রি.

নির্বাচিত ঠিকাদার : মেসার্স মশিয়ার রহমান, জেল রোড, বেলতলা, সদর, যশোর।

চুক্তি সম্পাদন করা হয় : ১৪.০৬.২০১৮ খ্রি.

কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ : ১৯.০৬.২০১৮ খ্রি.

প্রাক্কলিত মূল্য : ১৬,০০,০০০/- টাকা

চুক্তি মূল্য : ১৫,৮২,৫৪৪/- টাকা

চূড়ান্ত বিল প্রদানের তারিখ : ৩০.০৬.২০১৯ খ্রি. (শুধু কাঠালতলা ঈদগাঁহ উন্নয়ন বিল প্রদান করা হয়েছে)

নথি পর্যালোচনায় দেখা যায়, শুরুতে ঈদগা উন্নয়ন কাজের বরাদ্দ ১০,০০,০০০/- টাকা এবং মসজিদ উন্নয়নে বরাদ্দ ৬,০০,০০০/- টাকা ছিল। পরবর্তী সময়ে প্রাক্কলন সংশোধন করা হয়। সংশোধিত প্রাক্কলনে ঈদগা উন্নয়নে ১০,১৩,৪৩৯/- টাকা এবং মসজিদ উন্নয়নে ৫,৬৮,৭২৯/- টাকা ধার্য হয়। এখন পর্যন্ত মোট ১০,১৩,৪৩৫/- (ঠিকাদার- ৮,০১,৬৩৯/- টাকা, জামানত-১,০১,৩৪৩/- টাকা, আয়কর- ৩৯,৫১২/- টাকা, ভ্যাট-৭০,৯৪১/- টাকা) প্রদান করা হয়েছে। ঈদগা উন্নয়ন কাজ সমাপ্ত হয়েছে কিন্তু মসজিদের কাজ এখনো শুরম্ন করা হয়নি। এ বিষয়ে জেলা পরিষদ হতে ঠিকাদারের বিরুদ্ধে কোন প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

২. দৈবচয়নের মাধ্যমে প্রকল্প সরেজমিন পরিদর্শন :

(ক) প্রকল্পের নাম : মনিরামপুর উপজেলার রাজগঞ্জ বাজারে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল এর প্লাটফর্ম নির্মাণ।

অর্থ বছর : ২০১৮-১৯

বরাদ্দের পরিমাণ : ৭,০০,০০০/- টাকা

চুক্তি মূল্য : ৬,৬৫,০০০/- টাকা

চূড়ান্ত বিল প্রদানের তারিখ : ০৩.০২.২১ খ্রি.

মন্তব্য : এ প্রকল্পের প্রাক্কলন অনুসারে প্লাটফর্মের মেঝে, পার্শ্ব দেয়াল টাইলসকরণের জন্য ২,০৪,৪৯৭/- টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এ প্রকল্পে টাইলস এর কোন কাজ না করেই চূড়ান্ত বিল প্রদান করা হয়েছে।

(খ) প্রকল্পের নাম : শার্শা উপজেলায় উলাশী কালী মন্দির উন্নয়ন।

অর্থ বছর : ২০১৮-১৯

বরাদ্দের পরিমাণ : ৫,০০,০০০/- টাকা

চুক্তি মূল্য : ৪,৪৯,৯৯৮/- টাকা

চূড়ান্ত বিল প্রদানের তারিখ : ০৭.০৬.২০ খ্রি.

মন্তব্য : কাজের মান সন্তোষজনক।

(গ) প্রকল্পের নাম : বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও কম্পিউটার সরবরাহ।

অর্থ বছর : ২০১৮-১৯

বরাদ্দের পরিমাণ : ১০,০০,০০০/- টাকা

চুক্তি মূল্য : ৮,৯৯,৯৫৫/- টাকা

চূড়ান্ত বিল প্রদানের তারিখ : ২৯.০৯.২১ খ্রি.

মন্তব্য : এ প্রকল্পের আওতায় তিনটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২টি করে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও একটি কম্পিউটার সরবরাহ করার কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। তিনটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে শার্শা উপজেলার সাদীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোন মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর এবং কম্পিউটার সরবরাহ করা হয়নি মর্মে সংশ্লিষ্ট প্রধান শিক্ষকের সাথে কথা বলে জানা যায়।

৩ (ক)। রাস্তার পাশের জমি ইজারা ও অনুমোদনবিহীন মার্কেট নির্মাণ :

ক্রম	মার্কেটের স্থান	জেলা পরিষদ কর্তৃক ইজারা প্রদান পদ্ধতি	ইজারা প্রদানের সন	নির্মিত দোকানের সংখ্যা	ব্যবসায়ী কর্তৃক একসনা ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন প্রদত্ত অর্থ (জনশ্রুতি)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	বাঘারপাড়া উপজেলা পরিষদের সামনে, বাঘারপাড়া, যশোর (মৌজার নাম- ৯৩ নং মহিরন, খতিয়ন নং-০২, দাগ নং-১৬৩৩)	সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে প্রতি বর্গফুট ৭৫/- টাকা হারে ১২ জনকে একসনা ইজারা	২০১৯	২৪টি	২ লক্ষ থেকে ৪ লক্ষ টাকা	জেলা পরিষদ ও স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুমোদন ব্যতিরেকে দুইতলা মার্কেট নির্মাণ করা হয়েছে।
২	বাঘারপাড়া থানার সামনে, বাঘারপাড়া, যশোর (মৌজার নাম- ৯৪ নং বাঘারপাড়া, খতিয়ন নং-০১, দাগ নং-১১১৩)	ইজারা প্রদান করা হয়নি	-	১৮টি	-	জেলা পরিষদ ও স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুমোদন ব্যতিরেকে ১৮টি স্থায়ীদোকান নির্মাণ করা হয়েছে।
৩	চাচড়া, যশোর সদর, যশোর (মৌজার নাম- ৭৭ নং চাঁচড়া, খতিয়ন নং-০৫, দাগ নং-১০০৬)	সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে প্রতি বর্গফুট ৭৫/- টাকা হারে ৫৮/- জনকে একসনা ইজারা	২০১৮	৫৮টি	১ লক্ষ থেকে ২ লক্ষ টাকা	জেলা পরিষদ ও স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুমোদন ব্যতিরেকে ৫৮টি স্থায়ী দোকান নির্মাণ করা হয়েছে।
৪	রাজগঞ্জ বাজার, মনিরামপুর, যশোর (মৌজার নাম- ১৯৪ নং মোবারকপুর, খতিয়ন নং-০২, দাগ নং-৫১ ও মৌজার নাম- ১৭৩ নং হানুয়ার, খতিয়ন নং-০২, দাগ নং-৫৬৩৫)	সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে প্রতি বর্গফুট ৭৫/- টাকা হারে ২৪ জনকে একসনা ইজারা	২০১৯	২৪টি	২ লক্ষ থেকে ৪ লক্ষ টাকা	জেলা পরিষদ ও স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুমোদন ব্যতিরেকে ২৪টি স্থায়ী দোকান নির্মাণ করা হয়েছে।

৩ (খ)। মনিরামপুরে অডিটোরিয়াম-কাম-মাল্টিপারপাস হল :

মনিরামপুর উপজেলা সদরে ৩০.১১.২০১৩ খ্রি. তারিখে শহীদ মসিয়ুর রহমান অডিটোরিয়াম-কাম-মাল্টিপারপাস হল এর ভিত্তিপ্রসস্তর স্থাপন করেন যশোর-৫ আসনের মাননীয় সংসদ-সদস্য জনাব খান টিপু সুলতান। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ৩১.১২.২০১৭ খ্রি.তারিখে এর শুভ উদ্বোধন করেন। পরবর্তীতে স্থানীয় সরকার, পলস্নী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এর মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ১৭.০৩.২০২১ খ্রি. তারিখে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ অডিটোরিয়ামের দ্বার উন্মোচন করেন। সরেজমিনে দেখা যায় অডিটোরিয়ামের সামনে পার্কিং এরিয়াতে স্থাপনা (মার্কেট) তৈরির উপযোগী কলাম তৈরি করা হয়েছে। এক্ষেত্রে জেলা পরিষদের সিদ্ধান্ত, সংশ্লিষ্ট পৌরসভার অনুমোদন এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের কোনো অনুমোদন গ্রহণ করা হয়নি।

৪. জেলা পরিষদ হতে অনুদান প্রদান:

অনুদান প্রদান সংক্রন্ত নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় গত ২৮.০৬.২০২০ খ্রি. তারিখে নোটাংশের ৪৭-৪৮ নং অনুচ্ছেদে ৫৩ জনের আবেদনের বিপরীতে ৬,৯০,০০০/- টাকা প্রদানের অনুমোদন দেওয়া হয়। ৫৩ জনের মধ্যে মোট ৪০ জনকে ৬,৩৫,০০০/- টাকার চেক প্রদান করা হয়েছে। নথিতে সংরক্ষিত আবেদনে আবেদনকারীর স্বাক্ষর এবং চেক গ্রহীতার স্বাক্ষর যাচাই করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বাক্ষরের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়েছে।

৫. করোনাকালীন অনুদান :

(ক) ২০১৯-২০ অর্থ বছরে অপ্রত্যাশিত (প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারী ইত্যাদি) উপখাতে স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে জেলা পরিষদে ২৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। এ অর্থ দিয়ে ১০ ধরনের পণ্য (চাল-০৫ কেজি, পোলাও চাল-০১ কেজি, তেল-১ লিটার, চিনি-১ কেজি, লবন-৫০০ গ্রাম, সেমাই-৫০০ গ্রাম, ডাল-১ কেজি, দুধ- ১০০ গ্রাম, সাবান-১ টি) প্যাকেট করে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং০৮ সদস্যের ক্রয় কমিটির মাধ্যমে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে এন,কে স্টোর ও মেসার্স সাখাওয়াৎ ট্রেডার্স কে কার্যাদেশ দেওয়া হয়। মোট ৩২৫০ টি প্যাকেট করা হয় যা চেয়ারম্যান, সদস্য ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার মধ্যে বিভাজন করে (চেয়ারম্যান-১২৯০ টি, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা-৫০ টি, প্যানেল চেয়ারম্যান ১ -১০৪ টি, প্যানেল চেয়ারম্যান ২ -১০৪ টি, সদস্য ০৬ নং ওয়ার্ড -১০৪ টি, অন্যান্য সদস্য- ৯৪ টি করে) বিতরণ করা হয় । গ্রহণ তালিকায় প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং ০৮ নং ওয়ার্ডের সদস্য জনাব এফ এস আশরাফুল কবীরের কোনো স্বাক্ষর নেই । এছাড়া উক্ত পণ্য বিতরণের কোন মাস্টাররোল সংরক্ষণ করা হয়নি।

(খ) ২০২০-২১ অর্থ বছরে করোনা মোকাবেলায় ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। ৩০.১২.২০২০ খ্রি. তারিখের সভায় জেলার দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে হ্যান্ড স্যানিটাইজার, হ্যান্ডওয়াশ, সাবান, মাস্ক ইত্যাদি বিতরণের সিদ্ধান্ত নেওয় হয়। ৭ সদস্যের কমিটি গঠন করে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে মাস্ক-৪০/- টাকা করে ৮০০০০টি , সাবান ৪০/- টাকা দরে ২০০০০ টি, হ্যান্ডওয়াস- ১০০/- টাকা করে ৫০০০ টি এবং হ্যান্ডস্যানিটাইজার ১০০/- টাকা করে ৫,০০০ টি সরবরাহ করার জন্য এন, কে স্টোর ও রঙ পল্লী কে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। এ করোনা সামগ্রী বিতরণের মাস্টার রোল সংরক্ষণ করা হয়নি।

৬ রাস্তার পাশের গাছ বিক্রয় :

(ক) জেলা পরিষদের পত্রের আলোকে বিভাগীয় কশিনার, খুলনা কার্যালয়ের ১৫.১০.২০১৮ খ্রি. তারিখের ০৫.৪৪.০০০০.০০৪.০৫.০০৩.২০১৮.৮২২ স্মারকে যশোর-খুলনা এবং যশোর- ঝিনাইদহ সড়কের পাশে জেলা পরিষদের মালিকানাধীন ১৯৬২ টি জীবিত গাছ কর্তন ও বিক্রয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন দেওয়া হয়। ১৯৬২ টি গাছকে ৫ টি গ্রুপে বিভক্ত করে ০৪.১১.২০১৮ খ্রি. তারিখে দরপত্র আহবান করা হয় যার বিবরণ নিমণরূপ :

গ্রুপ নং	গাছের সংখ্যা	সরকারি দর (সম্ভাব্য মূল্য)	উদ্ধৃত মূল্য	ভ্যাট আয়করসহ মোট মূল্য	মূল্য পরিশোধের পরিমান (ভ্যাট + আয়করসহ)	মূল্য পরিশোধের তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
গ্রুপ নং-০১	৪৮০ টি	৯২,৭৫,৬১৮/-	৯৩,৭০,৭৭৭/-	১,০৩,০৭,৮৫৪/-	১,০৩,০৭,৮৫৪/-	১৮.০৩.১৯ খ্রি	
গ্রুপ নং-০২	৪২০ টি	১,১০,৪৩,১৩২/-	১,১১,৫৫,৭৮৬/-	১,২২,৭১,৩৬৪/-	১,২২,৭১,৩৬৪/-	২৫.০২.১৯ খ্রি	
গ্রুপ নং-০৩	৪২০ টি	১,২৪,৯৪,৫৭২/-	১,২৬,২১,৮৭০/-	১,৩৮,৮৪,০৫৭/-	১,৩৮,৮৪,০৫৭/-	২৩.১২.১৮ খ্রি	
গ্রুপ নং-০৪	৫৭৫ টি	৯২,৯০,০৬৫/-	৯৩,৮৪,৭৮৬/-	১,০৩,২৩,২৬৪/-	৬৭,১১,৫২০/-	সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করা হয়নি।	অবশিষ্ট পাওনা টাকা ২৬,৭৩,২৬৬/-
গ্রুপ নং-০৫	৬৭ টি	৬৬২৮৪৬/-	৬৭৪০০০/-	৭,৪১,৪০০/-	৭,৪১,৪০০/-	১৪.০১.১৯ খ্রি	

নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় ৪নং গ্রুপের সর্বোচ্চ দরদাতা মেসার্স রফিকুল এন্টারপ্রাইজ কে ভ্যাট আইটিসহ ১,০৩,২৩,২৬৪/- টাকা পত্র প্রাপ্তির ০৭ দিনের মধ্যে পরিশোধের জন্য জেলা পরিষদ হতে ১৩.১২.২০১৮ খ্রি. তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়। পত্রে উল্লেখ করা হয় যে অর্থ পরিশোধে ব্যর্থতায় জমাকৃত ডিডি/পে- অর্ডার বাজেয়াপ্তসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। নির্ধারিত তারিখে টাকা পরিশোধ না করায় যথাক্রমে ১৭.০২.২০১৯ খ্রি. এবং ০৬.০৩.২০১৯ খ্রি. তারিখে টাকা পরিশোধের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়। নির্ধারিত সময় এবং বর্ধিত সময়ের মধ্যে টাকা পরিশোধ করা না হলেও মেসার্স রফিকুল এন্টারপ্রাইজ এর জমাকৃত ২৮,২০,০০০/- টাকার পে-অর্ডার বাজেয়াপ্ত করা এবং তার বিরুদ্ধে আইনানুগ কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। নথিদৃষ্টে দেখা যায় মেসার্স রফিকুল এন্টারপ্রাইজ নিম্নোক্তভাবে টাকা জমা প্রদান করেছেঃ

তারিখ	জমা	মন্তব্য
১	২	৩
২৭.০৫.২০১৯	২৫,০০,০০০/-	
৩০.০৬.২০১৯	৩৭,১১,৫২০/-	
৩০.০৬.২০১৯	৯,৩৮,৪৭৮.৬০	৫% ভ্যাট ও ৫% আয়কর বাবদ
১০.১১.২০২০	২,০০,০০০/-	
২৩.১২.২০২০	৩,০০,০০০/-	
মোট	৭৬,৪৯,৯৯৮.৬০/-	
অবশিষ্ট পাওনা	২৬,৭৩,২৬৬/-	

সংশ্লিষ্ট নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় - ৪নং গ্রুপের ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স রফিকুল এন্টারপ্রাইজ কর্তৃক কার্যাদেশ গ্রহণ না করে জেলা পরিষদের অগোচরে গাছ কর্তন করা হয়। এক্ষেত্রে জেলা পরিষদ বাধা প্রদান করলে মেসার্স রফিকুল এন্টারপ্রাইজ ৬৮,৮৪,৭৮৬.০০ টাকার চেক নং ১৬১৩৭৮৫ তারিখ ১৮.৬.২০১৯ খ্রি., শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক, যশোর শাখার হিসাব নং ১১১০০০০০৮২৬ প্রদান করেন। উক্ত চেক ১৮.০৬.২০১৯ খ্রি. তারিখ জেলা পরিষদের হিসাব নং ৩১০০০৪২২ প্রাইম ব্যাংক, যশোর শাখায় জমা প্রদান করা হলেও উক্ত চেক জেলা পরিষদের সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাবে নগদায়ন হয়নি। অপরদিকে জমাকৃত (যমুনা ব্যাংকের) পে-অর্ডার ঔচঙ ঘড়- ৩৪৬০৪১০, তারিখ ০২.১২.২০১৮ খ্রি. টাকা- ২৮,২০,০০০/- (উদ্ধৃত মূল্যের ৩০%) ৩০.০৯.২০২০ খ্রি. তারিখে জেলা পরিষদের হিসাব নং- ৩১০০০৪২২ প্রাইম ব্যাংক, যশোর শাখায় জমা দেয়া হলে Duplicate Instrument উল্লেখ করে প্রাইম ব্যাংক কর্তৃক পে-অর্ডারটি ফেরত প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে যমুনা ব্যাংক, যশোর শাখার ব্যবস্থাপক কর্তৃক প্রদত্ত ১১.১১.২১ খ্রি. তারিখের পত্র মারফত দেখা যায় যে যমুনা ব্যাংকের ইস্যুকৃত বর্ণিত পে-অর্ডারটি জেলা পরিষদ কর্তৃক অবমুক্তকরণের প্রেক্ষিতে ০৩.০৪.২০১৯ খ্রি. তারিখে কাস্টমারের একাউন্টে (যার একাউন্ট থেকে পে-অর্ডারটি ইস্যু করা হয়েছিল) সমন্বয় করা হয়েছে। উলেস্নখ্য যমুনা ব্যাংক কর্তৃক প্রেরিত অবমুক্ত পে-অর্ডারটির ফটোকপি পর্যালোচনায় দেখা যায় প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার স্বাক্ষরের সাথে তৎকালীন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার স্বাক্ষরের কোনো মিল নেই। এক্ষেত্রে পে-অর্ডারটি জেলা পরিষদের যে কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিকট রক্ষিত ছিলো তার মাধ্যমে জাল স্বাক্ষরপূর্বক নগদায়ন করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মনা হয়।

মেসার্স রফিকুল এন্টারপ্রাইজ কর্তৃক দাখিলকৃত দরের সমুদয় অর্থ পরিশোধ ব্যতিরেকে ৪ নং গ্রুপের ৫৭৫টি গাছ কর্তন করে জেলা পরিষদের আর্থিক ক্ষতিসাধন করায় এবং জমাকৃত চেক ও পে-অর্ডার ভুয়া ও জাল প্রমাণিত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের বিরুদ্ধে ফোজদারি ও চেক জালিয়াতির মামলা দায়ের করার লক্ষ্যে ৩০.১২.২০২০ খ্রি. তারিখে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নথি উপস্থাপন করেন; কিন্তু এ যাবত কোনো মামলা রুজু হয়নি।

৭. আয় -ব্যয় :

২০১৬-১৭ থেকে ২০২০-২১ অর্থ বছর পর্যন্ত আয় ব্যয় পর্যালোচনা-

অর্থ বছর	আয়	ব্যয়
১	২	৩
২০১৬-১৭	১৭,০২,৬৮,২৬০/-	৭,৬৮,৩৫,৩৮৪/-
২০১৭-১৮	১৭,৯১,২৬,৪৭৪/-	১০,২০,৯৮,৬৯৫/-
২০১৮-১৯	২৪,৬৪,৩৩,৮৯৮/-	১২,৭১,০৪,৭০৯/-
২০১৯-২০	২০,৪৬,৬৪,৩৩৯/-	১২,১২,৯৫,৫৩৬/-
২০২০-২১	২০,০৪,১৭,৫৯৩/-	১১,৭১,৩৬,৩৩১/-
মোট	১০০,০৯,১০,৫৬৪/-	৫৪,৪৪,৭০,৬৫৫/-

জেলা পরিষদের ৩০-০৬-২০২১ তারিখে ব্যাংক হিসাবের তথ্য

ক্র: নং	ব্যাংকের নাম	হিসাব নং	চলতি মাসে আয়	প্রারম্ভিক স্থিতি	মোট	চলতি মাসে ব্যয়	সমাপনী স্থিতি
১	সোনালী ব্যাংক, যশোর	২৩১৫০৩৩০০০২৩১৫	৮০,৮৮,৪৮৪.৬৯	৩৫,৫১,৯৬,৬২৫.১০	৩৬,৩২,৮৫,১০৯.৭৯	৮৩,০০,৯৪৬.৯০	৩৫,৪৯,৮৪,১৬২.৮৯
২	অগ্রনী ব্যাংক, যশোর	০২০০০০০৭২৫০৬১	৬,৮৯,০১৪.৮৯	৩১৫৭০৫৪৯.৯৮	৩২২৫৯৫৬৪.৮৭	-	৩,২২,৫৯,৫৬৪.৮৭
৩	ন্যাশনাল ব্যাংক, যশোর	০০২৮৩৬০০০৪২৫	৯,২৯,৯৬৯.৬০	৩,৭২,২৪,৪৫২.২৪	৩,৮১,৫৪,৪২১.৮৪	-	৩,৮১,৫৪,৪২১.৮৪
৪	প্রাইম ব্যাংক, যশোর	১২৩৩১০৭০০০১৫০৩	৬,২৯,৯৭৮.৩৯	৬,১৯,৭৪,১২৭.১৭	৬,২৬,০৪,১০৫.৫৬	৪৬,৫৪৬.৭৬	৬,২৫,৫৭,৫৫৮.৮০
৫	সোনালী ব্যাংক, কর্পোরেট শাখ, যশোর	২৩১৯২৩৬০০০২৬২	৩,২৪,৯৬০.০০	২,০১,৮৭,৩১৯.৩৪	২,০৫,১২,২৭৯.৩৪	৩২,৪৯৬/-	২,০৪,৭৯,৭৮৩.৩৪
৬	অগ্রনী ব্যাংক, যশোর	০০২০০০০০৭২৪৯৯৬	১২,৮৩৯.০৪	৬,৪১,৯৫২.৩৫	৬,৫৪,৭৯১.৩৯	-	৬,৫৪,৭৯১.৩৯
৭	ন্যাশনাল ব্যাংক, যশোর	০০২৮৩৬০০০৪৪১	৩,৯৭,৭০০.১৮	১,০০,৮৩,৭৮৫.৬৫	১,০৪,৮১,৪৮৫.৮৩	৭,৯১,৫২০.১৩	৯৬,৮৯,৯৬৫.৭০
৮	বেসিক ব্যাংক, যশোর	১৮১৬০১০০০০৪২৯	৩,৩৯,৫০,২০২.৪২	২১,০৬,৪৫,০৯০.২৩	২৪,৪৫,৯৫,২৯২.৬৫	৬৪,২৮,৭০১.০০	২৩,৮১,৬৬,৫৯১.৬৫
৯	অগ্রনী ব্যাংক, যশোর	০২০০০০০৭২৫২৭৯	৮৫,৭৭১.৬৮	৪২,৮৮,৫৮৫.১১	৪৩,৭৪,৩৫৬.৭৯	-	৪৩,৭৪,৩৫৬.৭৯
১০	এফডিআর হিসেবে জমা	১১টি এফডিআর	৫৮,৫৭,৮৩২.৩০	৮,৭০,০৩,৬৭৪.৫৮	৯,২৮,৬১,৫০৬.৮৮	৪,২০,৭৮৪.২১	৯,২৪,৪০,৭২২.৬৭
মোট			৫,০৯,৬৬,৭৫৩.১৯	৮১,৮৮,১৬,১৬১.৭৫	৮৬,৯৭,৮২,৯১৪.৯৪	১,৬০,২০,৯৯৫.০০	৮৫,৩৭,৬১,৯১৯.৯৪

(৮) বিবিধ : তিন দিনের তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনাকালে পরিলক্ষিত হয়েছে জেলা পরিষদ কর্তৃক নিয়োজিত নন এমন এক ব্যক্তি যশোর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের পিএস পরিচয়ে পরিষদের দৈনন্দিন কাজে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত থাকেন। তার মতামতের প্রেক্ষিতে জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন মর্মে জানা যায়। তদন্ত কমিটির সার্বিক সফরসূচি জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানকে দেওয়া হয়েছিল। তদন্তকালে তিনি অফিসে উপস্থিত না থাকলেও তদন্ত কমিটির আহ্বায়কের সঙ্গে সৌজন্যমূলক কথোপকথন হয়েছে।

সার্বিক মতামত :

১.

(ক) সরেজমিন পরিদর্শনকৃত ০৩ টি প্রকল্পের মধ্যে 'মনিরামপুর উপজেলার রাজগঞ্জ বাজারে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালের প্লাটফর্ম নির্মাণ' প্রকল্পে ফ্লোর এবং সাইড ওয়াল এর টাইলস এর কাজ (২,০৪,৪৯৭/- টাকা বরাদ্দ) না করে ১০০% বিল পরিশোধ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ফ্লোর এবং সাইড ওয়াল এর টাইলস এর কাজ বাবদ বরাদ্দকৃত ২,০৪,৪৯৭/- টাকা কীভাবে খরচ হয়েছে তা স্পষ্ট নয়।

(খ) 'বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও কম্পিউটার সরবরাহ' প্রকল্পে শার্শা উপজেলার সাদীপুর সরকারি প্রথমিক বিদ্যালয়ে ০২ টি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও ১ টি কম্পিউটার সরবরাহের কার্যাদেশ থাকলেও এ বিদ্যালয়ে কোনো মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও কম্পিউটার সরবরাহ করা হয়নি। সংশ্লিষ্ট প্রধান শিক্ষকের সাথে আলাপ করে এ তথ্য জানা যায়।

২. স্থানীয় সরকার বিভাগ ও জেলা পরিষদের অনুমোদন ব্যতিরেকে জেলা পরিষদের নিম্নোক্ত জায়গায় স্থায়ী অবকাঠামো তৈরি করা হয়েছে -

(ক) বাঘারপাড়া উপজেলা পরিষদের সামনে রাস্তার পাশের একসনা ইজারাকৃত জমিতে ২৪ টি দোকান বিশিষ্ট ০২ তলা স্থায়ী মার্কেট এবং বাঘারপাড়া থানার সামনে ১৮টি স্থায়ী দোকান বিশিষ্ট মার্কেট।

(খ) যশোর সদর উপজেলার চাঁচড়া এলাকায় রাস্তার পাশের একসনা ইজারাকৃত জমিতে ৫৮ টি দোকান ঘর বিশিষ্ট মার্কেট।

(গ) মনিরামপুর উপজেলার রাজগঞ্জ বাজারে রাস্তার পাশের একসনা ইজারাকৃত জমিতে ২৪ টি দোকান ঘর বিশিষ্ট স্থায়ী মার্কেট।

(ঘ) মনিরামপুরে শহীদ মসিয়ূর রহমান অডিটোরিয়ম-কাম-মাল্টিপারপাস হল এর অডিটোরিয়ামের সামনে পার্কিং এরিয়াতে স্থাপনা (মার্কেট) তৈরির উদ্দেশ্যে কলাম তৈরি করা হয়েছে।

৩. ২৮.০৬.২০২০ খ্রি. তারিখে অনুমোদনের প্রেক্ষিতে ৫৩ জনের মধ্যে মোট ৪০ জনকে চেকের মাধ্যমে ৬,৩৫,০০০/- টাকার অনুদান (জনপ্রতি ৫-২০ হাজার টাকা) প্রদান করা হয়েছে। নথিতে সংরক্ষিত আবেদনে আবেদনকারীর স্বাক্ষর এবং চেক গ্রহীতার স্বাক্ষর যাচাই করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বাক্ষরের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়েছে।

৪.

মেসার্স রফিকুল এন্টারপ্রাইজ কর্তৃক দাখিলকৃত দরের সমুদয় অর্থ পরিশোধ ব্যতিরেকে ৪ নং গ্রুপের ৫৭৫টি গাছ কর্তন করে জেলা পরিষদের আর্থিক ক্ষতিসাধন করায় এবং জমাকৃত চেক ও পে-অর্ডার ভুয়া ও জাল প্রমাণিত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের বিরুদ্ধে ফোজদারি ও চেক জালিয়াতির মামলা দায়ের করার লক্ষ্যে ৩০.১২.২০২০ খ্রি. তারিখে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নথি উপস্থাপন করেন; কিন্তু এ যাবত কোনো মামলা রুজু হয়নি।

৫.

(ক) ২০১৯-২০ অর্থ বছরে অপ্রত্যাশিত (প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারী ইত্যাদি) উপখাতে স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে জেলা পরিষদে ২৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। এ অর্থ দিয়ে ১০টি ধরনের পণ্য দিয়ে মোট ৩২৫০ টি প্যাকেট তৈরি করা হয় যা চেয়ারম্যান, সদস্য ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এর মধ্যে বিভাজন করে বিতরণ করা হয় । এক্ষেত্রে গ্রহণ তালিকায় প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং ০৮ নং ওয়ার্ডের সদস্য জনাব এফ এস আশরাফুল কবীরের কোনো স্বাক্ষর নেই । এছাড়া উক্ত পণ্য বিতরণের কোন মাস্টাররোল সংরক্ষণ করা হয়নি।

(খ) ২০২০-২১ অর্থ বছরে করোনা মোকাবেলায় ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে মাস্ক- ৪০/- টাকা করে ৮০,০০০টি , সাবান ৪০/- টাকা দরে ২০,০০০ টি, হ্যান্ডওয়াস- ১০০/- টাকা করে ৫,০০০ টি এবং হ্যান্ডস্যানিটাইজার ১০০/- টাকা করে ৫,০০০ টি ক্রয় করা হয়। এ করোনা সামগ্রী বিতরণের মাস্টার রোল সংরক্ষণ করা হয়নি।

৬. তিন দিনের তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনাকালে পরিলক্ষিত হয়েছে জেলা পরিষদ কর্তৃক নিয়োজিত নন এমন এক ব্যক্তি যশোর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের পিএস পরিচয়ে পরিষদের দৈনন্দিন কাজে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত থাকেন। তার মতামতের প্রেক্ষিতে জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন মর্মে জানা যায়। তদন্ত কমিটির সার্বিক সফরসূচি জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানকে দেওয়া হয়েছিল। তদন্তকালে তিনি অফিসে উপস্থিত না থাকলেও তদন্ত কমিটির আহ্বায়কের সঙ্গে সৌজন্যমূলক কথোপকথন হয়েছে।

২৮/১২/২০২২
এ কে এম মিজানুর রহমান
উপসচিব (প্রশাসন-১)
স্থানীয় সরকার বিভাগ
ঢাকা
সদস্য, তদন্ত কমিটি

২৮/১২/২২
মো: গিয়াস উদ্দিন
পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
স্থানীয় সরকার
খুলনা বিভাগ, খুলনা
সদস্য, তদন্ত কমিটি

২৮/১২/২০২২
মো: নাজমুল হুদা সিদ্দিকী
যুগ্মসচিব (অডিট অধিশাখা)
স্থানীয় সরকার বিভাগ
ঢাকা।
আহ্বায়ক, তদন্ত কমিটি